"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এখন শান্তিধাম আর সুখধামে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় ধামে বসে আছো, এ হলো সৎসঙ্গ, যেখানে তোমরা পুরুষোত্তম তৈরী হচ্ছো"

***প্রশ্নঃ -** বাচ্চারা, তোমরা বাবার থেকেও উঁচু, নীচ নয় -- তা কিভাবে ?*

***উত্তরঃ -** বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি এই বিশ্বের মালিক হই না, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাই, সেইসঙ্গে এই ব্রহ্মাণ্ডেরও মালিক বানাই । বাচ্চারা, আমি উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা তোমাদের নমস্কার জানাই, যে বাবা তোমাদের এমন বানান, তোমরাও তাঁকে নমস্কার করো ।*

ওম্ শান্তি । মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী সন্তানদের নমস্কার । তোমরা উত্তর করো না কিন্তু বলো -- বাবা নমস্কার, কেননা বাচ্চারা জানে যে, বাবা আমাদের যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক বানান, তেমনই এই বিশ্বের মালিকও বানান । বাবা তো কেবল এই ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হন, এই বিশ্বের মালিক হন না । তিনি বাচ্চাদের ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্ব এই দুইয়েরই মালিক বানান, তাহলে বলো - কে বড় হলো ? বাচ্চারাই তো বড় হলো, তাই তিনি বাচ্চাদের নমস্কার করেন । বাবা, তুমিই আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্বের মালিক বানাও, তাই তোমাকেও নমস্কার । মুসলমানরাও সালেকম সেলাম, সেলাম মলেকম বলে থাকে, তাই না । বাচ্চারা, তোমাদের এই হলো খুশী । যার নিশ্চয় আছে, নিশ্চয় (দৃঢ় বিশ্বাস) ছাড়া কেউই তো এখানে আসতে পারে না । এখানে যে আসে, সে জানে যে, আমি কোনো মনুষ্য গুরুর কাছে যাচ্ছি না । আমরা মনুষ্য বাবার কাছে, মনুষ্য টিচারের কাছে বা মনুষ্য গুরুর কাছে যাই না । তোমরা আসো আধ্যাত্মিক বাবা, আধ্যাত্মিক টিচার, আধ্যাত্মিক সদগুরুর কাছে । ওই মনুষ্য তো অনেকই আছে । এ হলো একই । এই পরিচয় কেউই জানতো না । ভক্তিমার্গের শাস্ত্রেও আছে যে, রচয়িতা আর রচনাকে কেউই জানে না । আর এই না জানার কারণে তাদের অনাথ বলা হয় । যে খুব ভালোভাবে লেখাপড়া করে, সেই বুঝতে পারে যে, আমাদের সকল আত্মার এক বাবা হলেন নিরাকার । তিনি এসেই একাধারে বাবা, টিচার এবং সদগুরু হন । গীতাতে কৃষ্ণের নামের মহিমা করা হয়েছে । গীতা হলো সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি, সর্বোত্তম । গীতাকেই মাতা - পিতা বলা হয়, আর যা শাস্ত্র আছে, তাকে মাতা - পিতা বলা হবে না । শ্রীমদ্ভগবদগীতা যে মাতা, এমন মহিমা আছে । ভগবানের মুখ কমল থেকে নিঃসৃত এই গীতার জ্ঞান । বাবা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তাহলে অবশ্যই সর্বোচ্চ মহিমা যে গীতার, সেই হলো রচয়িতা । বাকি সব শাস্ত্র হলো এর পাতা অর্থাৎ রচনা । রচনা থেকে কোনো উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না । যদিও পাওয়া যায়, তাও অল্পকালের জন্য । বাকি যে সব শাস্ত্র আছে, তা পাঠ করলে অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যায়, তাও এক জন্মের জন্য । যা মানুষই মানুষকে পড়ায় । সমস্ত প্রকারের যে সব পড়া আছে, তা অল্পকালের জন্য মানুষই মানুষকে পড়ায় । অল্পকালের সুখ পায় তারপর অন্য জন্মে অন্য পড়া পড়তে হয় । এখানে তো এক নিরাকারী বাবাই আছেন, যিনি ২১ জন্মের জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন । কোনো মানুষ তো এমন দিতে পারে না । ওরা তো কপর্দকশূন্য বানিয়ে দেয় । বাবা তোমাদের পাউন্ড তৈরী করেন । বাবা এখন বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন । তোমার সকলেই তো ঈশ্বরের সন্তান, তাই না । সর্বব্যাপী বলাতে অর্থ কিছুই বুঝতে পারে নি । সবারমধ্যে যদি পরমাত্মা থাকে তাহলে সবাই তো বাবা হয়ে গেলো । বাবাই বাবা, তাহলে উত্তরাধিকার কোথা থেকে পাওয়া যাবে ? কার দুঃখ কে হরণ করবে ? বাবাকেই দুঃখহর্তা এবং সুখকর্তা বলা হয় । বাবাই বাবা, এর তো কোনো অর্থই হয় না । বাবা বসে বোঝান - এ হলো রাবণ রাজ্য । এও এই নাটকেই নিহিত আছে তাই চিত্রতেও পরিস্কারভাবে দেখানো হয়েছে ।

বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে -- আমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি । বাবা আমাদের পুরুষোত্তম বানাতে এসেছেন । যেমন ব্যরিস্টারী, ডাক্তারী আদি পড়ে, যাতে পদ পায় । মনে এই পড়াতে আমরা অমুক হবো । এখানে তোমার সৎএর সঙ্গে বসে আছো, যাঁর জন্য তোমরা সুখধামে যাও । সৎ ধামও দুটি আছে -- এক সুখধাম, দ্বিতীয় হলো শান্তিধাম । এ হলো ঈশ্বরের ধাম । বাবা তো রচয়িতা, তাই না । যারা বাবার কাছে বুঝে সতর্ক হয়ে যায় -- তাদের কর্তব্য হলো সেবা করা । বাবা বলবেন - তোমার এখন বুঝে সাবধান হয়েছো, তাহলে শিবের মন্দিরে গিয়ে বোঝাও, তাদের বলো, তোমার এঁর উপর ফল, ফুল, মাখন, ঘি, আকন্দ ফুল, গোলাপ ফুল এমন ভিন্ন - ভিন্ন কেন নিবেদন করো ? কৃষ্ণের মন্দিরে আকন্দের ফুল নিবেদন করা হয় না । তাঁকে খুব সুন্দর সুগন্ধিত ফুল নিবেদন করা হয় । শিবকে আকন্দের ফুল আবার গোলাপ ফুলও নিবেদন করা হয় । এর অর্থ তো কেউই জানে না । এই সময় বাচ্চারা, তোমাদের বাবা পড়ান, কোনো

মানুষ পড়ান না । আর সম্পূর্ণ দুনিয়ায় মানুষ মানুষকে পড়ায় । তোমাদের ভগবান পড়ান । কোনো মানুষকে কখনোই ভগবান বলা হয় না । লক্ষ্মী - নারায়ণকেও ভগবান নয়, তাঁদের দেবতা বলা হয় । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকেও দেবতা বলা হবে ভগবান হলেন এক বাবা, তিনি হলেন সমস্ত আত্মাদের বাবা । সবাই বলেও থাকে -- হে পরমপিতা পরমাত্মা । তাঁর প্রকৃত নাম হলো শিব, আর বাচ্চারা, তোমরা হলে শালগ্রাম । পণ্ডিতরা যখন রুদ্র যজ্ঞের রচনা করেন, তখন শিবের অনেক বড় লিঙ্গ বানানো হয়, আর ছোটো ছোটো শালগ্রাম বানানো হয় । আত্মাদের শালগ্রাম বলা হয় । পরমাত্মাকে শিব বলা হয় । তিনিই হলেন সকলের বাবা, আমরা সকলেই হলাম ভাই - ভাই, বলাও হয় ব্রাদারহুড । বাবার সন্তান আমরা হলাম ভাই - ভাই । তাহলে ভাই - বোন কিভাবে হলাম ? প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা প্রজার রচনা করা হয় । তারা হলো ব্রাহ্মণ আর ব্রহ্মাণী । আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, তাই আমাদের বি .কে বলা হয় । আচ্ছা, ব্রহ্মাকে কে জন্ম দিয়েছে ? ভগবান । ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর --- এ সবই হলো সৃষ্টি ।সূক্ষ্মবতনেরও রচনা হয়েছে । ব্রহ্মা মুখ কমল থেকে তোমার বাচ্চারা তৈরী হয়েছো । তোমাদের ব্রাহ্মণ - ব্রাহ্মণী বলা হয় । তোমার ব্রহ্মার দত্তক সন্তান ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী । প্রজাপিতা ব্রহ্মা কিভাবে সন্তানের জন্ম দেবেন ? অবশ্যই তিনি দত্তক নেবেন । গুরুরা যেমন অনুসরণকারীদের দত্তক নেন, তাদের বলা হবে শিষ্য । তাই প্রজাপিতা ব্রহ্মা সম্পূর্ণ দুনিয়ার পিতা হয়ে গেলেন । তাঁকে বলা হয় গ্রেট - গ্রেট - গ্রেট ফাদার । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো এখানেই চাই, তাই না । সূক্ষ্মবতনেও ব্রহ্মা আছেন । ব্রহ্মা - বিষ্ণু.- শঙ্কর এই নামের মহিমা করা হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম বতনে তো প্রজা থাকেই না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা কে, এসব বাবা বসেই বোঝান । ওই ব্রাহ্মণরাও নিজেদের ব্রহ্মার সন্তান বলে পরিচয় দেন । ব্রহ্মা এখন কোথায় আছে ? তোমরা বলবে এখানে বসে আছে, ওরা বলবে, এ অনেক আগে হয়ে গেছে । ওরা তো নিজেদের পূজারী ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয় । তোমরা তো এখন প্রত্যক্ষ ভাবে আছো । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন হয়ে গেছো । ব্রহ্মাকে শিববাবা দত্তক নিয়েছেন । তিনি বলেন, আমি এই বৃদ্ধ শরীরে প্রবেশ করে তোমাদের রাজযোগ শেখাই । মানুষকে দেবতা তৈরী করা, এ কোনো মানুষের কাজ নয় । বাবাকেই রচয়িতা বলা হয় । ভারতবাসী এও জানে যে, শিবজয়ন্তীও পালন করা হয় । শিব হলেন আমাদের বাবা । মানুষ এও জানে না যে, দেবী - দেবতাদের এই রাজ্য কে দিয়েছিলেন ? স্বর্গের রচয়িতা হলেনই পরমাত্মা, যাঁকে পতিত - পাবন বলা হয় । আত্মা মূল স্বরূপে পবিত্র হয়, তারপর সতো, রজঃ এবং তমোতে আসে । এইসময় কলিযুগে সকলেই তমোপ্রধান, সত্যযুগে সতোপ্রধান ছিলো । আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো । ২৫০০ বছর দেবতাদের রাজত্বকাল চলেছিলো । তাঁদের সন্তানরাও রাজত্ব করেছিলো । লক্ষ্মী - নারায়ণ দি ফার্স্ট, দি সেকেণ্ড, এমনভাবে চলতে থাকে । মানুষ এইসব বিষয়ে কিছুই জানে না । এই সময় হলো সকলেই তমোপ্রধান এবং পতিত । এখানে একজন মানুষও পবিত্র থাকতে পারে না । সকলেই ডাকতে থাকে, হে পতিত পাবন, এসো । তাহলে এ তো পতিত দুনিয়াই হলো তাই না । একেই কলিযুগ বা নরক বলা হয় । নতুন দুনিয়াকে স্বর্গ, পাবন দুনিয়া বলা হয় । এরপরে আবার কি করে পতিত হয়, এ কেউই জানে না । ভারতে এমন একজনও মানুষ নেই, যে নিজের ৮৪ জন্মকে জানে । মানুষ সবথেকে বেশী ৮৪ জন্ম নেয় আর সবথেকে কম এক জন্ম ।

ভারতকে অবিনাশী খণ্ড মানা হয়, কেননা এখানেই শিববাবার অবতরণ হয় ভারত খণ্ডের কখনোই বিনাশ সম্ভব নয় । বাকি যা অনেক খণ্ড আছে, তার বিনাশ হয়ে যাবে । এই সময় আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে । কেউই এখন নিজেদের দেবতা বলে না, কেননা দেবতারা ছিলেন সতোপ্রধান, পাবন । এখন তো সকলেই পতিত এবং পূজারী হয়ে গেছে । এও বাবাই বসে বোঝান । ভগবান উবাচঃ, তাই না ! ভগবান হলেন সকলের বাবা, তিনি একই বার এই ভারতে আসেন । তিনি কবে আসেন ? এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে । এই সঙ্গম যুগকেই পুরুষোত্তম বলা হয় । এই সঙ্গম যুগ হলো কলিযুগ থেকে সত্যযুগ আর পতিত থেকে পাবন হওয়ার যুগ । কলিযুগে থাকে পতিত মানুষ, সত্যযুগে থাকে পবিত্র দেবতা, তাই এই যুগকে বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ, যখন বাবা এসে পতিত থেকে পাবন করেন । তোমরা এখানে এসেছো মানুষ থেকে পুরুষোত্তম দেবতা হতে । মানুষ তো একথাও জানে না যে, আমরা আত্মারা নির্বাণধামে থাকি । সেখান থেকেই অভিনয় করতে আসি । এই নাটকের আয়ু হলো পাঁচ হাজার বছর । আমরা এই অসীম জগতের নাটকে অভিনয় করি । এখানে সব মানুষই অভিনেতা । এই নাটকের চক্র ঘুরতেই থাকে । কখনোই তা বন্ধ হয় না । এই নাটকে প্রথমের দিকে সত্যযুগে অভিনয় করতে আসে দেবী - দেবতা । তারপর ত্রেতাতে আসে ক্ষত্রিয় । এই নাটককেও তো জানা চাই, তাই না । এ হলো কাঁটার জঙ্গল । এখানে সব মানুষই দুঃখী । কলিযুগের পরে আবার সত্যযুগ আসে ।কলিযুগে তো অনেক মানুষ, সত্যযুগে কতো মানুষ থাকবে ? খুবই অল্প । আদি সনাতন সূর্যবংশী দেবী দেবতাই থাকবে । এই পুরানো দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হতে হবে । মনুষ্য সৃষ্টি থেকে আবার দেবতাদের সৃষ্টি হবে । ভারতে আদি সনাতন দেবী দেবতাদের ধর্ম ছিলো কিন্তু এখন তোমরা নিজেদের দেবতা বলো না । তোমরা নিজের ধর্মই ভুলে গেছো । এ কেবল ভারতবাসীই, যারা নিজের ধর্ম ভুলে গেছে, হিন্দুস্থানে থাকার কারণে নিজেদের হিন্দু বলে দেয় । দেবতারা পবিত্র ছিলো,

এরা হলো পতিত, তাই নিজেদের দেবতা বলতে পারে না । তারা দেবতাদের পুজো করতে থাকে । নিজেদের পাপী - নীচ বলে । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, তোমরাই পূজ্য ছিলে, আবার তোমরাই পূজারী পতিত হয়েছো । 'আমিই সেই' এই অর্থও তিনি বুঝিয়েছেন । ওরা তো বলে দেয় আত্মাই পরমাত্মা । এ হলো মিথ্যা মায়া --- সত্যযুগে এমন বলবে না । বাবা সত্যখণ্ডের স্থাপনা করেন, রাবণ করে মিথ্যা খণ্ডের স্থাপনা । আত্মা কি -- আর পরমাত্মা কি --এও বাবা এসেই বোঝান । এও কেউই জানে না । বাবা বলেন, তুমি আত্মা বিন্দু, তোমাদের মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট লিপিবদ্ধ হয়ে আছে । আমি আত্মা কেমন -- এ কেউই জানে না । আমি ব্যারিস্টার, আমি অমুক -- এ কথা জানে, বাকি আত্মাকে একজনও মানে না । বাবা এসেই পরিচয় দেন । তোমাদের আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট অবিনাশী ভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে, যা কখনোই বিনাশ হতে পারে না । এই ভারত ছিলো ফুলের বাগিচা । সুখই সুখ ছিলো তখন, এখন দুঃখই দুঃখ । বাবা এই জ্ঞান দেন ।

বাচ্চারা, তোমরা বাবার কাছে এখন নতুন নতুন কথা শোনো । সবথেকে নতুন কথা হলো -- তোমাদের এখন মানুষ থেকে দেবতা হতে হবে । তোমরা জানো যে, মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া কোনো মানুষ পড়ায় না, ভগবান পড়ান । সেই ভগবানকে সর্বব্যাপী বলা - এ তো গালি দেওয়া হয়ে গেলো । বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে এসে এই ভারতকে স্বর্গ বানাই । রাবণ বানায় নরক । এই কথা দুনিয়ার আর কেউই জানে না । বাবা এসেই তোমাদের মানুষ থেকে দেবতা বানায় । এমন কথাও আছে যে -- "দুর্গন্ধ যুক্ত ময়লা কাপড় পরিস্কার করে....." (মৃত পলিথিন কাপড়ে ধোয়ে) ।ওখানে বিকার থাকে না । সে হলো সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । এখন হলো বিকারী দুনিয়া । মানুষ ডাকেও - হে পতিত পাবন, এসো । রাবণ আমাদের পতিত বানিয়েছে, কিন্তু জানেই না যে রাবণ কবে এসেছে, কি হয়েছিলো । রাবণ কতো কাঙ্গাল করে দিয়েছে । পাঁচ হাজার বছর পূর্বে ভারত কতো বিত্তবান ছিলো । সেখানে সোনা - হীরে - জহরতের মহল ছিলো । সেখানে কতো ধন - সম্পদ ছিলো । এখন এখানকার পরিস্থিতি কি ! তাই বাবা ব্যতীত আর কেউই মুকুটধারী বানাতে পারে না । তোমরা এখন বলো -- শিববাবা ভারতকে হেভেন বানায় । বাবা এখন বলছেন - মৃত্যু সামনে উপস্থিত । তোমরা হলে বানপ্রস্থী । এখন তোমাদের ফিরে যেতে হবে তাই নিজেকে আত্মা মনে করো, আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো, তাহলেই পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ, স্বয়ং ভগবান আমাদের মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পাঠ পড়াচ্ছেন, এই নেশা এবং খুশীতে থাকতে হবে । পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ।

২) এখন আমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা, মৃত্যু সামনে উপস্থিত, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে --- তাই বাবার স্মরণে সমস্ত পাপকে ভস্ম করতে হবে ।

বরদানঃ- আমি আত্মিক যাত্রী -- এই স্মৃতিতে সদা উর্ধ্বে, সব কিছু থেকে পৃথক এবং নির্মোহী ভব*

আত্মিক যাত্রী সদা স্মরণের যাত্রায় এগিয়ে যেতে থাকে, এই যাত্রা সর্বদাই হলো সুখদায়ী । যে এই আত্মিক যাত্রায় তৎপর থাকে, তার অন্য কোনো যাত্রা করার আবশ্যকতা নেই । এই যাত্রাতেই সমস্ত যাত্রা অন্তর্লীন হয়ে আছে । এই যাত্রায় মন এবং শরীরের বিভ্রান্তি বা এদিক - ওদিক ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হয়ে যায় । তাই সর্বদা যেন এই স্মৃতি থাকে যে, আমি আত্মিক যাত্রী, যাত্রীর কারোর প্রতিই কোনো মোহ থাকে না । সে সহজেই ঊর্ধ্ব, পৃথক বা নির্মোহী হওয়ার বরদান প্রাপ্ত করে ।

স্লোগানঃ- সদা বাঃ বাবা, বাঃ ভাগ্য, বাঃ মিষ্টি পরিবার --- এই গানই গাইতে থাকো ।*